তবে কি সাগর-রুনিকে কেউ খুন করেনি?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

যা ভাবা হয়েছিল সেটাই হয়েছে। আবারও পিছিয়েছে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ। এবার নতুন তারিখ ঠিক হয়েছে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর। গত সোমবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। তদন্ত সংস্থা র‍্যাব প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকার সিএমএম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট রাশিদুল আলম প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন দিন ঠিক করেন। এ নিয়ে ১০০ বার সময় পেছালো।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি। দুজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এর পরদিন ভোরে তাদের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর রুনির ভাই নওশের আলম রোমান বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। প্রথমে মামলাটি শেরেবাংলা নগর থানার মাধ্যমে তদন্ত শুরু হয়। এরপর চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে ঢাকা মহানগর ডিবি পুলিশকে এটির তদন্তভার দেওয়া হয়। দুই মাসেরও বেশি সময় তদন্ত করে ডিবি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয়।

এরপর ২০১৪ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টের নির্দেশে আলোচিত এই হত্যা মামলার তদন্তভার র‍্যাবের ওপর ন্যস্ত করা হয়। মামলায় রুনির কথিত বন্ধু তানভীর রহমানসহ মোট আসামি ৮ জন।

সংক্ষেপে এই হলো মামলার ফিরিস্তি। পৃথিবীর বহু খুন ক্লুলেস হয়, অর্থাৎ কোনও প্রমাণ থাকে না। এই সাংবাদিক দম্পতির হত্যাকাণ্ড কি সেরকম কিছু? কিন্তু র‍্যাবের কথায় তো সে রকম মনে হচ্ছে না। র‍্যাব বলছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিএনএ টেস্টের যে প্রতিবেদন এসেছে, সেখানে দুজন অপরাধীর বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের শনাক্তে কাজ চলছে। তাদের শনাক্ত করতে না পারায় এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দিতে দেরি হচ্ছে। এর অর্থ হলো প্রমাণ আছে, কিন্তু আসামি ধরা যাচ্ছে না। মামলাটি ঘিরে দেশজুড়ে মানুষের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পরপর তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন বলেছিলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের ধরা হবে। এই এক যুগে কত ৪৮ ঘণ্টা যে চলে গেলো! পুরো ঘটনার সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িয়ে গেছে। একদিকে হলো আমাদের এলিট বাহিনী হিসেবে পরিচিত র‍্যাবের সক্ষমতার প্রশ্ন, অন্যদিকে সরকারের সদিচ্ছা। অনেকে ভেবে বসে আছেন, এই সাংবাদিক দম্পতির কাছে এমন কোনও তথ্য ছিল, যে কারণে সেই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে না। বিষয়টি তাই সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার জায়গায় স্পর্শ করে চলেছে। এই মামলার তদন্ত শেষ হচ্ছে না, বিচার তো দূরের কথা। এই হত্যাকাণ্ডের পর সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ হয়েছে। একপর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত সাংবাদিক ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে আন্দোলনও করে। কিন্তু আন্দোলন সফল হয়নি। তবে ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ কেউ এই আন্দোলনের সাফল্য ঘরে তুলেছেন বলে জনশ্রুতি আছে এবং তারা পরবর্তীতে পদ-পদবি পেয়েছেন। ভয়ংকর হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের ১২ বছর হয়ে গেলো। এরমধ্যে নতুন সরকার এসেছে দুই দুইবার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হাতবদল হয়েছে বহুবার। দেশকে আলোড়িত করেছে যে হত্যাকাণ্ড, সাংবাদিক সমাজসহ সব পরিবারকে যে ঘটনা আতঙ্কিত করেছে, সাংবাদিক দম্পতির শিশুসন্তানের করুণ কষ্টে যেখানে সবাই মর্মাহত, সেখানে বারবার এর তদন্ত প্রতিবেদন পিছিয়ে যাওয়া কেবল বেদনার নয়, মনে হয় যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিহাস করছে। এসবে না আছে যুক্তি, না আছে সান্ত্বনা।

এই যে র‍্যাব একটি এরকম চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করতে পারছে না, সেটা কি লজ্জার নয়? নিষ্ঠা ও সৎ সাহসের অভাব নয়? আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এই দায়সারা গোছের তদন্ত এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে জনমনে ক্ষমতাসীন সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন জাগছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তদন্তের ৬২ দিনের মাথায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) আদালতে তাদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলো।

প্রশ্ন হলো, এ ধরনের ব্যর্থতার জন্য তাদের কি কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে? মামলাটি পরে র‍্যাবের দায়িত্বে দেওয়া হলো সেই সময়েই এবং এই বিশেষ বাহিনীও হত্যার রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ হয়ে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। বাস্তবতা হলো, এসব ব্যর্থতার দায়ভার কোনও না কোনোভাবে সরকারের ওপরই বর্তায়।

ফৌজদারি মামলার বিচার যাতে দ্রুত শেষ হয়, সে জন্য স্পষ্ট বিধান আছে। এমন একটি ফৌজদারি মামলার দায়িত্ব এখন র‍্যাবের হাতে, যেটি কিনা পুলিশেরই একটি বাহিনী। তো, এই বাহিনী কি ব্যর্থ হতে পারে? যে পুলিশ বা র‍্যাব চাইলেই যে কারও বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি করতে পারে, কেবল সন্দেহের বশে যে কাউকে বন্দি করতে পারে, স্বীকারোক্তি আদায় করতে মৃত্যুর ভয় দেখাতে পারে, এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে বিচারও করতে পারে, তারা কেন একটা হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করতে পারে না? প্রশ্ন আরও আছে যে বাহিনী মানবাধিকার কিংবা আইনকে পদপিষ্ট করতে দ্বিধা করে না, তারা যদি ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে দায় আসলে কার, রাজনৈতিক নেতৃত্বের?

একটা গভীর মনোবেদনা থেকে বলতে হচ্ছে, তদন্ত প্রতিবেদন এমনভাবে পিছিয়ে যেতে যেতে একদিন আর মনেই পড়বে না সাগর-রুনি বলে আমাদের জীবনে কেউ ছিল। সেটাই হয়তো ভালো, কারণ তখন আমাদের আর এটা ভেবে কষ্ট পেতে হবে না যে এই নামে কেউ ছিল আমাদের মাঝে। যারা ছিলই না তারা কি খুন হয়েছিল? অথবা বলবো, কেউ খুন করেনি সাগর-রুনিকে?

লেখক: সাংবাদিক
সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্তই নিজস্ব।

সব 'আটকানো'তে সুখ নাইরে পাগল!

আহসান কবির

"ভক্ত-গুরুদেব নারী কীসে আটকায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা আমার কাছে জানিতে না চাহিয়া নায়ক শাকিব খানকে জিজ্ঞাসা করো। সে এখনও তাহার দুই নারীকে বিদায় করিতে সক্ষম হয় নাই।" ফেসবুকীয় ফান রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নারীকে আটকাতে জানতেন না। বিয়ের বাইরে ভাবি কিংবা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা শোনা গিয়েছিল কিন্তু কোনও 'আটকা-আটকির' খবর পাওয়া যায়নি। সেই হিসেবে নজরুল একটু বেশি 'আটকা' ছিলেন। নার্গিস, প্রমীলা ছাড়াও তার একাধিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। রানু সোমকে (পূরবী বসু) গান শিখিয়ে (নাকি..?) ফেরার পথে এই ঢাকাতেই তিনি গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কারও সঙ্গে না আটকালেও যে আপনি ভালো থাকবেন সেটা বলা যায় না। আটকানোর জন্য আপনি শিল্পী ভ্যানগগের মতো কান কেটে উপহার পাঠালেও প্রেমিকা আপনার উপহারে সাড়া নাও দিতে পারে। জীবনানন্দের কথা এখানেও বলে রাখা যায় এ কারণে যে স্ত্রী বা অন্য কারও সঙ্গে চমৎকারভাবে না আটকালেও ট্রেনের চাকার সঙ্গে শেষমেশ আটকে গিয়েছিলেন!

অস্কার ওয়াইল্ড যদিও বলে রেখেছেন, 'নারী ভালোবাসার জন্য, জানার জন্য নয়, তবু পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় 'নারী'! পৃথিবীজুড়ে পুরুষরা শুধু নারীদের জানতে চায়, আটকাতে চায়। নারী বিষয়ে পুরুষরা যেমন দ্বিধাবিভক্ত, তেমনি নারী বিষয়ে নারীরাও দ্বিধায় ভোগে। নজরুল যেমন বলেছেন পৃথিবীর যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। জীবনানন্দ সেখানে একটু রহস্য রেখে বলেছেন 'অর্থ নয়, কীর্তি নয় আরও এক বিপন্ন বিস্ময়/ খেলা করে/তাহাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে..'।

কিন্তু পুরুষের জীবনে নারী বিষয়ক খেলাটা কেমন? পুরুষ যা চায় তা নাকি পায় না কিংবা সহসা তাদের জালে আটকায় না। এই না আটকানো জিনিসের নাম ভালোবাসা। আবার পুরুষ যা পায় তা নাকি সে খুব একটা উপভোগ করে না! এই উপভোগহীন পাওয়ার নাম বিয়ে। কিন্তু পুরুষ যেটা উপভোগ করে তার নাম বান্ধবী, যদিও বান্ধবী চিরস্থায়ী নয়। পুরুষের কাছে যা চিরস্থায়ী তা নাকি চরম বিরক্তিকর। এই বিরক্তিকর জিনিসের নাম বউ! তবে বউরা নাকি আটকে রাখতে জানে। বাপ-চাচাদের মুখে শুনেছি আগের কালে বাউন্ডুলে বা বাউলা টাইপ মানুষদের সংসারে আটকাতে নাকি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো! বিয়ে দিয়ে একালে আর পুরুষ বা নারীকে আটকানো যায় না। যেমন এক নারীকে সন্দেহ করতো তার স্বামী। তাই ঘর থেকে বাইরে বের হবার সময়ে স্বামী বেচারা দরজায় তালা মেরে যেত। একদিন স্বামী বেচারা অফিস থেকে ফিরে দেখে তার বউ আর নেই, পালিয়েছে। পরে জানা গেলো পাড়ার চাবিওয়ালার সঙ্গে পালিয়েছে তার বউ। এমন ঘটনার কারণে কিনা জানি না, ছড়াকার পলাশ মাহবুব একদা লিখেছিলেন ছেলেটি চাবিওয়ালা মোড়ে বসে শবু সারায়/ হোটেলের বুয়াকে সে ভালোবাসে ইশারায়!

ইশারায় শিস দিয়ে ডাকেন বা আটকান, কাউকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে আটকান কিংবা ভালোবেসে আটকান, আটকানোটা একটা বড় যোগ্যতা। কে যে কখন কীসে আটকায়। ছোটকালে শ্লোক শুনেছিলাম এমন কবিরা নাকি আটকায় চান্দে/ইঁদুর আর পাখি আটকায় ফান্দে/ ভুল মানুষের হাতে ধরা খেলে মানুষ শুধু কান্দে।

আমরা কান্নাকাটি না করে বিয়ের মাধ্যমে আটকে থাকার কিংবা ছাড়াছাড়ি হবার কিছু কৌতুকময় কারণ খুঁজে ফিরি-

এক.

খাঁচার পাখির মতো আটকে থাকা সবসময় সুখকর নয়। সব জুটির

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও কারও কারও জন্য এটা সত্যি যে ডিভোর্স বা বিচ্ছেদের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার কামানো যায়। ধনকুবের ইলন মাস্ক সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ড্যামারেজ দিয়েছেন। অভিনেত্রী তালুলা রিলেকে যখন ডিভোর্স দেন তখন গুনতে হয়েছিল ১৬০ কোটি ডলার। এরপর বিয়ে করেছিলেন জাস্টিনকে। ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ আট বছরের সংসারে ছয় ছেলেমেয়ে হয়েছিল। এরপর জাস্টিনের সঙ্গে ডিভোর্স হলে লাখ ডলার খরচ হয় বিচ্ছেদ মামলায়। এখন প্রতিমাসে বিশ হাজার ডলার দিতে হয় জাস্টিনকে।

চব্বিশ বছর সংসার করার পরেও যখন বিচ্ছেদ হয় তখন আর কী করা? ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়ন বার্নি একেলস্টোন ও মডেল স্লাভিকা একেলস্টোনের চব্বিশ বছরের সংসার ভেঙে গেলে বার্নিকে গুনতে হয়েছিল ১২০ কোটি ডলার। সুইডিস মডেল এলিনের সঙ্গে গলফ তারকা টাইগার উডসের বিচ্ছেদ হলে টাইগার উডসকে দিতে হয় ১১০ মিলিয়ন ডলার।

অবশ্য ডিভোর্সের মাধ্যমে টাকা কামাতে পারবেন কিনা কিংবা টাকা পেলেও সেটা দিয়ে কিছু করতে পারবেন কিনা তেমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। যেমন, শিল্প কর্মনির্ভর ব্যবসায়ী ও ধনকুবের এলিস উইলডেনস্টেইনের সঙ্গে তার স্ত্রী জোসেলিনের ডিভোর্স হয় ১৯৯০ সালে।

ধাপে ধাপে ২৫০ কোটি ডলার পাবার কথা ছিল জোসেলিনের। কিন্তু উইলডেনস্টেইন দেউলিয়া প্রমাণিত হলে জোসেলিন এই টাকা পাননি এবং উইলডেনস্টেইনের প্রতারণার ব্যাপারটাও তখন জানা যায়।

মরোক্কান ফুটবলার আশরাফ হাকিমীর সঙ্গে তার স্ত্রী হিবা আবুকের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর হিবা জানতে পারেন হাকিমীর সব সম্পদ তার মায়ের নামে। আম্বার হার্ড বিচ্ছেদ, মানহানি ও সহিংসতার মামলা দিয়েছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা জনি ডেপের বিরুদ্ধে। আম্বার হার্ড এই মামলায় হেরে যান, আদালত ১৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বলে জনি ডেপকে।

আটকানো থাকার বিপরীত যদি ডিভোর্স হয় তাহলে সেটা ব্যবধানের সমুদ্র। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব্যবধান বাড়ে শুধু।

দুই.

একসঙ্গে আটকে থাকা কতটা সুখের, এটা যাচাই করার কোনও পদ্ধতি আছে? কে কতটা সুখে আছে এটা কে বা কারা বিচার করে? একসঙ্গে বহুদিন থাকলে 'সাইড ইফেক্ট' কী হয় বা ভালোবাসা একই রকম থাকে কিনা? সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে এই বিতর্ক ছিল, আছে এবং থাকবে। মানুষ ভালোবেসে আটকে থাকা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হবে। যে যেমন খুশি জীবন সাজাক আর মজাদার গল্প শুনে জীবন কাটাক-

ক.

এক ভদ্রলোকের দুই ছেলে। বড়টার বয়স দশ, ছোটটার চার। বড় ছেলের আঙুল কেটে গেছে বলে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন ছোট ছেলেটা ড্রয়িং রুমের সোফার ওপর দাঁড়িয়ে হিসি করছে। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন এই তোর মা কোথায়? ছোট ছেলে উত্তর দেওয়ার আগেই ওয়াশরুম থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বললেন এই তুমি কাঁদো কেন? কাঁদবে তো আমার বড় ছেলে, যার আঙুল কেটেছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, ওগো বিয়ের সময়ে যে আংটিটা দিয়েছিলে সেটা টয়লেটে পড়ে গেছে। ভদ্রলোক ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন ঠিকই তো আছে। বিয়ের পর ভালোবাসা যেখানে গেছে আংটিটাও সেখানে গেছে। সব আটকানোতে সুখ নাইরে পাগল!

খ.

বিয়ের সাত বছর পার হয়েছে। ফুটফুটে সুন্দর একটা মেয়ে এসেছে ঘরে। চার বছর বয়সী সেই মেয়েকে নিয়ে স্ত্রী গেলো আদালতে। তার ডিভোর্স চাই। বিচারক বললেন এত সুন্দর একটা মেয়েও আপনাদের আটকাতে পারলো না?

ভেংচি কেটে স্ত্রী বললো এই মানুষের ওপর নির্ভর করলে মেয়েটাও হতো না!

গ.

বিয়ে হয়েছিল ত্রিশ বছর আগে। বিয়ের ত্রিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এক সাংবাদিক স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো একসঙ্গে থাকার সবচেয়ে খারাপ দিক কোনটা? স্বামীর উত্তর আমার অনেকবার আত্মহত্যার ইচ্ছে জেগেছে। আমার স্ত্রীকে খুন করার ইচ্ছেও হয়েছিল। সাংবাদিক আবার জানতে চাইলো তাহলে খুনটা করলেন না কেন? দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামী উত্তর দিলেন এই ভুলটাই করেছি। বিয়ের পরের বছর ওকে খুন করলে আমার বড়জোড় ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতো। এতদিনে মুক্তি মিলতো আমার।

গানের কথা আছে এমন- মুক্তি মেলে না সহজেই/ জড়ালে যে হৃদয়ের ঋণে!/ বেশি কিছু আশা করা ভুল! *-২৭ এর পৃষ্ঠায় দেখুন*